Times Today BD

ডেস্ক রিপোর্ট | দেশজুড়ে | 17 April, 2025

রাজশাহীতে মেয়েকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় হামলা ও মারধরে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে নগরের তালাইমারী শহীদ মিনার এলাকায় তাঁর ওপর হামলা হয়। মেয়েটি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার লাশ রেখে আজ বৃহস্পতিবার সকালে সে পরীক্ষার কেন্দ্রে যায়।

নিহত আকরাম আলী (৪৫) নগরের তালাইমারী শহীদ মিনার এলাকার মৃত আজদার আলীর ছেলে। তিনি পেশায় বাসচালক এবং রাজশাহী জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। ওই ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার নগরের বোয়ালিয়া মডেল থানায় তাঁর ছেলে হাসান ইমাম হত্যা মামলা করেছেন। এতে সাতজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও চার-পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন তালাইমারী শহীদ মিনার এলাকার কালু মিয়ার ছেলে মো. নান্টু (২৮), মৃত রতন মিয়ার ছেলে মো. বিশাল (২৮), মৃত আবদুস সাত্তারের ছেলে খোকন মিয়া (২৮), মো. শাহীনের ছেলে তাসিন হোসেন (২৫), মো. অমি (২০), মো. নাহিদ (২৫) ও মো. শিশির (২০)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি আসামি নান্টু তাঁর স্ত্রীকে মারধর করেন। এর প্রতিবাদ করেছিলেন আকরাম। ওই নারী আকরামের স্ত্রীর আত্মীয়। এতে ক্ষিপ্ত হন নান্টু। তিনি আকরামের মেয়ে ও ছেলেকে ক্ষতি করার হুমকি দেন। এর পর থেকে নান্টু বখাটেদের দিয়ে আকরাম আলীর মেয়ে রাকিয়াকে উত্ত্যক্ত করাতেন। গতকাল নান্টু নিজেই তাকে গালিগালাজ

করেন।আকরাম এ বিষয়ে নান্টুর মা-বাবার কাছে নালিশ করেন।পরে রাত ১০টার দিকে নান্টু ও তাঁর সহযোগীরা নগরের তালাইমারী শহীদ মিনার এলাকায় আকরাম ও তাঁর ছেলে হাসান ইমামের ওপর হামলা করেন।ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হন আকরাম।পরে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।রাত ১১টার দিকে তিনি সেখানে মারা যান।

১০ এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।আজ ছিল ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা।নিহত আকরাম আলীর মেয়ে রাকিয়া আলফি রাজশাহী শিরোইল উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে। সে রাজশাহীর অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম বলেন, উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় তাঁদের শিক্ষার্থী রাকিয়া আলফির বাবাকে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে।হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

নিহত আকরাম আলীর স্ত্রী মুক্তি বেগম বলেন, নান্টু মাঝেমধ্যেই স্ত্রীকে প্রকাশ্যে মারধর করেন।কিছুদিন আগে মারধর করার সময় তাঁর স্বামী ওই গৃহবধূকে রক্ষা করতে যান।এতে নান্টুর গায়ে সামান্য আঘাত লাগে।তখন থেকে সে ক্ষিপ্ত ছিল, মেয়েকে উক্ত্যক্ত করত।এর প্রতিবাদ করায় তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে।

মুক্তি বেগম কান্নারত অবস্থায় বলেন, ‘বাবার লাশ রেখে কেউ পরীক্ষা দিতে যেতে চায়? মেয়েটা কান্নাকাটি করে পরীক্ষা দিতে গেল।হত্যাকারীদের যেন ফাঁসি হয়।

এ ব্যাপারে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, এ ঘটনায় নিহতের ছেলে বাদী হয়ে মামলা করেছেন।দ্রুতই আসামিদের গ্রেপ্তার করা হবে।

লাশ অপরাধ প্রতিবাদ রাজশাহী রাজশাহী বিভাগ

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 24 April, 2025 23:46

URL: https://timestodaybd.com/across-the-country/971775807